দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. 7 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় অচলাবস্থা ॥ দুই সরকারী প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি বন্ধ

মাসুদ কামাল

হেলথ টেকনোলজি শিক্ষা নিয়ে অচলাবস্থা এখন স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ শাখায় দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দেশে রয়েছে দু'টি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রহস্যজনকভাবে গত দু' বছর ধরে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র ভর্তি বন্ধ রয়েছে। নানা অজুহাতে গড়িমসি করছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। বিপরীত দিকে সারা দেশে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। সরকারীভাবেই কমপক্ষে সাত হাজার পদ রয়েছে খালি। এদিকে সরকারের রহস্যজনক এবং নেতিবাচক আচরণের সুযোগে দায়সারাভাবে গড়ে উঠছে একাধিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে বিপুল অর্থের বিনিময়ে, এমনকি অননুমোদিত কোর্সেও ঢালাওভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে তারা।

হেলথ টেকনোলজি শিক্ষা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের তুঘলকী আচরণের প্রকাশ শুরু হয় ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই। হাস্যকর এক অজুহাতে ঢাকা এবং রাজশাহীস্থ দু'টি সরকারী ইনস্টিটিউটই বন্ধ রাখা হয় দীর্ঘ আট মাসেরও বেশি সময়। সকল মহলের দাবির প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত বন্ধ রাখার পক্ষে কোন কারণ দেখাতে না পেরে অধিদফতর ইনস্টিটিউট দু'টি খুলে দেয়। খুলে দেয়া হলেও বন্ধ থাকে ছাত্র ভর্তি। এর মধ্যে দু'টি সেশন পার হয়ে গেছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রী ভর্তির কোন বিজ্ঞপ্তিই দেয়া হয়নি।

ছাত্রছাত্রী ভর্তি না করার ব্যাপারে ইনস্টিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি ঢাকার প্রিন্সিপাল ডাঃ আঃ কুদ্দুস ভূঁইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ভর্তির বিজ্ঞাপন দেয়ার দায়িত্ব আমাদের নয়, স্বাস্থ্য অধিদফতরের। যতদূর জানি ভর্তির বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।'

সংশ্লিষ্ট একটি মহল জানায়, এমনিতে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই হেলথ টেকনোলজিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু গত দু'টি সেশনে ভর্তি বন্ধ থাকায় এ সুযোগটি নিচ্ছে এ সংক্রান্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তার চটকদার ভাষায়। ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে এমনকি তারা তিন মাসের স্বল্পমেয়াদী কোর্সের ভর্তির বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, এ বিষয়ে তিন মাস মেয়াদী কোন কোর্স পড়ানোর অনুমোদন কোন প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়নি। অনুষদের একজন কর্মকর্তা বলেন, বেসরকারীভাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল শর্তে অনুমোদন পেয়েছে তার অধিকাংশই এখন আর পালিত হচ্ছে না। চলছে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো।

হেলথ টেকনোলজি শিক্ষায় চলমান এই অচলাবস্থার কারণে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই শাখাতে ইতোমধ্যে সঙ্কট দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। অধিকাংশ সরকারী হাসপাতালেই নেই পর্যাপ্ত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট। এক্স-রে, প্যাথলজি, ডেন্টাল- প্রতিটি বিভাগে যেখানে কমপক্ষে চার জন করে টেকনোলজিস্ট দরকার, সেখানে একজনের বেশি নেই কোন জেলা হাসপাতালেই।

বেসরকারী ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে এর প্রভাব পড়েছে আরও প্রকটভাবে। প্রশিক্ষিত ও যোগ্য লোকের অভাবে আনাড়িদের দিয়েই অনেকে কাজ চালাচ্ছে। ফলে প্রায়ই আসছে সেসব জায়গা থেকে নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা রিপোর্ট।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সেলিম মোল্লা বলেন, দেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বর্তমানে হেলথ টেকনোলজিস্টের কমপক্ষে দশ হাজার পদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। এ রকম সময়ে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দু'টি ইনস্টিটিউট বন্ধ রাখা কেবল রহস্যজনকই নয়, রীতিমতো অন্যায়ও।